খতমে কুরআনের
বিনিময় গ্রহণ করার বিধান

মুফতী মনসূরুল হক

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

কুরআন খতম করে তার বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান

সংকলনে
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা
মোহাম্মাদপুর,ঢাকা

মাকতাবাতুল মানসূর
প্রথম সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শাবান ১৪৩২ হিজরী

মূল্যঃ ৪০ টাকা মাত্র।

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
* সাধারণভাবে ইবাদত বন্দেগী ৩ প্রকার	৫
* দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত আবার দুই ভাগে বিভক্ত	৭
* খতম ও জিয়ারতের উজরতের মীমাংসা	৮
* মরহুম মাওলানা সাহেবের কিতাবের ৫নং পৃষ্ঠা	৯
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৩
* ১ম ভাগের ইবারতের জবাব	১৪
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৭
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ৯নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৮
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	১৯
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২১
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৩
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৩
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৩
* মরহুম লেখক তার বইয়ের ১১৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন	২৬
* পরিশিষ্ট	৩০

باسمه تعالى

প্রথম অধ্যায়

কুরআন খতম করে বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান

সাধারণভাবে ইবাদত বন্দেগী ৩ প্রকার। যথাঃ

১. মাকাসিদ তথা খালিস ও মূল ইবাদত। যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্ব ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও দু'আ-দুরুদ ইত্যাদি।

এই প্রকার তথা মাকাসিদ জাতীয় ইবাদত করে তার বিনিময় নেয়া দেয়া সর্ব সম্মতভাবে হারাম। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৬:৫৫-৫৮; আল-মুগনী, ৫:২৩; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ৩:৪৩১; ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, ৪১৭ পৃ.)

২. ওয়াসাইল তথা সহায়ক পর্যায়ের ইবাদত। যেমনঃ ইমামতি, আযান, ইকামত, দ্বীনি শিক্ষা দান, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ

(ক) যে সকল ইবাদত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং শিয়ারে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত দ্বীনের স্থায়িত্ব তার ওপরে নির্ভরশীল বিধায় তার বিনিময় গ্রহণ ও প্রদান অন্যান্য মাযহাবে জায়িয থাকলেও হানাফী মাযহাবের আলেমগণ জরুরতের কারণে শরী'আতের বিশেষ উসূলের ভিত্তিতে বিশেষ কতক সহায়ক পর্যায়ের ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ প্রদানকে বৈধ বলেছেন। ফিকাহবিদগণ সে সকল ইবাদতকে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলঃ ফরয ও ওয়াজিব নামাযের ইমামতি, আযান, ইকামত, দ্বীনি শিক্ষাদান ইত্যাদি।

(খ) যে সকল ইবাদত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং শিয়ারে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত দ্বীনের স্থায়িত্ব তার ওপরে নির্ভরশীল নয় যথাঃ খতমে তারাবীতে কুরআন শুনানো, মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য খতম পড়া ইত্যাদি।

এ প্রকার ইবাদতের বিনিময়ের লেনদেনে হারাম হওয়ার বিষয়টা শরী'আতের সকল প্রকার দলীল অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। এজন্য কোন কালে কোন মাযহাবের কোন নির্ভরযোগ্য আলেম-ফকীহ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। (ফাতাওয়া রশিদিয়া, ৩২৪; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৪৮৪; ইমদাদুল মুফতীন, ৩১৫; ইমদাদুল আহকাম, ৩:৫১৭; আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৫১৪; মাহমুদিয়া, ৮:২৪৭)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, এ ব্যাপারে (সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় লেনদেন নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে) কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস সব দলীলই বিদ্যমান আছে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৬:৫৫-৫৮; আল-মুগনী, ৫:২৩; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ৩:৪৩১; ফাতাওয়া রশীদিয়া, ৪১৭ পৃ.)

৩. রুকইয়াতঃ তথা বালা-মুসীবত থেকে পরিত্রাণ, রোগ মুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দু'আ, খতম, ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয ইত্যাদি।

এই তৃতীয় প্রকার ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে জায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ৬:৫৫-৫৮, আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ৩:৪৩১, ফাতাওয়া রশিদিয়া, ৪১৭)

কুরআন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুচ্ছ মূল্যে তোমরা আমার আয়াতসমূহকে বিক্রি কর না। (সূরা বাকারা:৪১) তবে এর অর্থ নয় যে, বেশি মূল্যে বিক্রি করা যাবে। কারণ গোটা পৃথিবীর মূল্য একেবারেই সামান্য, এমনকি আল্লাহর নজরে এর মূল্য মশা-মাছির একটি পাখর সমতুল্যও নয়।

হাদীস

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআন পড়, তবে তার দ্বারা বিনিময় গ্রহণ কর না। (মুসনাদে আহমাদ ৩:৩৫৭; হাদীস নং ১৫৫৩৫)

২. সাহাবী হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার এক বক্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কিনা কুরআন পড়ে মানুষের নিকট সাওয়াল করেছিল। তিনি এই অবস্থা দেখে ইন্নালিল্লাহ...পড়লেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কুরআন পড়ে সে যেন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। শীঘ্রই কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন পড়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯১৭)

৩. হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে খাবার গ্রহণের উদ্দেশ্যে কুরআন পড়বে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না, শুধুমাত্র হাড় থাকবে। (বাইহাকী, হাদীস নং ২৬২৫)

অর্থাৎ যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য কুরআন পড়বে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। চেহারায় গোশত না থাকার অর্থ হল, যে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষকে নিকৃষ্ট বিষয় অর্জন করার জন্য ব্যয় করল আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ চেহারাকে বিকৃত করে দেবেন।

ইজমা

সকল উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, নিয়ত ছাড়া আমল দ্বারা সওয়াব লাভ করা যায় না। আর আলোচ্য বিষয়ে সাওয়াবের নিয়ত অনুপস্থিত কেননা এক্ষেত্রে পড়নে ওয়ালার নিয়ত হল বিনিময় গ্রহণ করা। তাই তো টাকা ছাড়া তিলাওয়াত করতে বলা হলে উক্ত তিলাওয়াতকারী রাজী হবে না। ফলে তার দ্বারা সওয়াব লাভ হবে না। সুতরাং এর ইজারাই সহীহ হবে না।

কিয়াস

কিরাআত ইবাদতে মাহযা তথা শারীরিক ইবাদত হওয়ার দিক দিয়ে নামায, রোযার মত। সুতরাং নামায রোযার বিনিময় যেমন জায়িয নেই। তদ্রুপ কিরাআতের বিনিময় জায়িয হবে না। (রাসায়েলে ইবনে আবিদীন, ১:১৮২)

কুরআন হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত এ বিষয়ে কোন কালে কোন আলেম-ফকীহ দ্বিমত পোষণ করেননি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

“খতম ও জিয়ারতের উজরতের মীমাংসা” নামক বইয়ের মুখোশ উন্মোচন

অধুনা কিছু লোক নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এ সত্যকে অস্বীকার করে সওয়াব রেসানির উদ্দেশ্যে কুরআন খতম ও তিলাওয়াতের বিনিময় লেন-দেনকে জায়িয বলে ফাতাওয়া দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে এবং নিজেদের ফাতাওয়ার স্বপক্ষে মূল কিতাব থেকে কাট ছাট করে কিছু কিছু লেখা ছেপেও বিলি করছে।

কিছুদিন পূর্বে জনৈক মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব খতম ও জিয়ারতের উজরতের মীমাংসা নামে একটি বই দাঁড় করিয়েছেন এবং নিজের দাবীর স্বপক্ষে অর্ধশতাধিক ভুয়া দলীলের বাহার দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদের গোলক ধাঁধাঁয় ফেলার অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু শরয়ী মূলনীতির আলোকে সে সব দলীলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেও সেগুলোর অশুদ্ধতা ও অসারতা অবাস্তবতা ধরা পড়ে যায়।

আমরা উক্ত দলীলগুলো পরখ করার জন্য তিনভাবে বিশ্লেষণ করব।

ক. হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি যাচাই করে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান নির্ণয় করে।

গ. উদ্ধৃত দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করে।

নিম্নে উক্ত কিতাবের দলীলগুলোর মধ্য থেকে পাঠকদেরকে দীর্ঘসূত্রিতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে- কয়েকটি দলীলের বিশ্লেষণ করা হল। বাকীগুলোর জবাব পরবর্তীতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

১. মরহুম মাওলানা তার কিতাবের ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন

(৩) বাহারোর রায়েক ৫/২২৮ পৃষ্ঠা

ان المفتى به جواز الأخذ على القرائة.

"কুরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়া ফাতাওয়াগ্রাহ্য মত।"

ক. হাওয়ালার বাস্তবতাঃ

বাহরোর রায়েক নামের কোন কিতাব নেই। হ্যাঁ! আল বাহরুর রায়েক নামে যয়নুদ্দীন ইবনে নুজাইম রহ. এর কিতাব আছে। সুতরাং উদ্ধৃত গ্রন্থের নামের মধ্যেই ভুল করেছেন। আল বাহরুর রাইক কে বাহরোর রায়েক বলা যেত কত বড় ভুল তা আরবী ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে একজন সংকলক থেকে আমরা এ ধরনের ভুল আশা করতে পারি।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত্যু ৯৭০ খৃ.) কৃত আলবাহরুর রাইক ফিকহে হানাফীর একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। الأشباه النظائر এর মুহাক্কিক আল্লামা ইউসুফ তাওলূভী সাহেব বলেনঃ

فقد شرحه (الكنـــز) شرحا فجمع واوعى واكثر من النقول فاغنى (مقدمة المحقق للاشباه صـــ ১৩مكتبة فقيه الامة كشف الظنون(২:১৫১৫)

তবে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সব বর্ণনাই যে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এ রকম কোন কথা নেই। বরং وكل احديؤخذ بقوله و يرد প্রত্যেক ব্যক্তির কথা যেমন গ্রহণ করা হয়, তেমনি তার কিছু কথা প্রত্যাখ্যানও করা হয়। (আসারুল হাদীস:১২৭ পৃষ্ঠা)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

আলবাহরুর রাইকের উক্ত উদ্ধৃতি সম্পর্কে ঐ কিতাবের টীকাতেই উল্লেখ আছে যে, ইবারতটি যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ মুফতা বিহী (ফাতাওয়াযোগ্য) বর্ণনা হল, কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ করা তো জায়িয, কিন্তু তিলাওয়াত করার বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয নেই।

قال : فقوله فان المفتى به جواز الأخذ على القرائة ليس في محله لأن المفتى به جوازه على التعليم لاعلى القراءة المجردة كما مر. حاشية البحر الرائق৫:৩১৮

"কুরআন তিলাওয়াত করে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়া ফাতাওয়াযোগ্য মত" এ বক্তব্যটি স্বস্থানে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা ফাতাওয়াযোগ্য মত হল কুরআন

শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয, তিলাওয়াত করে নয়। (আল বাহরুর রাইক টীকা, ৫:৩৮১)

বরং উক্ত ইবারতের ভুলের ওপর স্বয়ং আল বাহরুর রাইকের অপর দুটি বর্ণনা প্রমাণ বহন করে।

(১)قال في كتاب الحج باب الحج عن الغير مانصه : و لم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا يجعل شيئا من عبادته للمعطى. وينبغي ان لايصح ذلك. البحر الرائق١٠٦ : ٣

অর্থঃ নিজের ইবাদতের কোন অংশ অপরকে দান করার শর্তে যে ব্যক্তি পার্থিব কোন বিনিময় গ্রহণ করে তার বিধান আমি দেখিনি। তবে জায়িয না হওয়াই সমীচীন। (আল বাহরুর রাইক ৩:১০৬)

(২)وقال في كتاب الوصايا. باب الوصية بالخدمة والسكنى مانصه : وإذا أوصى ان يدفع الى انسان كذا من ماله ليقرأ القران على قبره فهذه الوصية باطلة. قال ان كان القارى معينا ينبغي ان يجوز الوصية له على وجه الصلة دون الآخر قال ابونصر : وكان يقول : لامعنى لهذه الوصية. لان هذا بمنـــزلة الأجرة والاجارة في ذلك وهو بدعة و لم يفعلها احد الخلفاء. البحر الرائق٣٠٢/٨ :

অর্থঃ কবরের নিকটে কুরআন পড়ার উদ্দেশ্যে কেউ যদি কাউকে তার কিছু মাল দেয়ার অসিয়ত করে যায় তাহলে সে অসিয়ত বাতিল গণ্য হয়। তিনি আরো বলেন, যদি কুরআন পাঠকারী নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য কৃত অসিয়তটি হাদিয়া হিসাবে জায়িয হওয়ার কথা; তিলাওয়াতের বিনিময় হিসাবে নয়। আবু নস্র রহ. বলেন, এ ধরনের অসিয়ত নিরর্থক, কেননা এটা পারিশ্রমিক ও ইজারার পর্যায় আর তা বিদ` আত। তাছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের কেউ এমন করেননি। (আল বাহরুর রাইক, ৯:৩২)

আল্লামা শামী রহ. বলেন, কিতাবুল হজ্বের এই উক্তিটিই সহীহ, নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত। (শিফাউল আলীল রসায়েল, ১:১৬৭)

সুতরাং একই কিতাবের তিনটি উক্তি থেকে শুধু একটিকে গ্রহণ করে তার উদ্ধৃতি দেওয়া আর বাকী দুটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া দুই কারণে হতে পারে।

১. হয়ত অপর দুটি জনাব সংকলক অবগত হতে পারেনি, ফলে তার ক্ষেত্রে আরবী প্রবাদ বাক্য حفظت شيئا وغابت عنك الأشياء অর্থাৎ "তুমি কিছু কথা মনে রেখেছ, কিন্তু অধিকাংশ কথা সম্পর্কে বেখবর রয়েছ" প্রয়োগ হতে পারে।

২. অথবা অবগত হয়েও তা গ্রহণ করেন নাই। এটা একটা হটকারিতা এবং হারামকে হালাল করার অপচেষ্টা। আর শরঈ ব্যাপারে এ রকম করা মারাত্নক অন্যায়।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, কোন কোন মাস` আলা সম্পর্কে ২০টি কিতাবে একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। অথচ বুনিয়াদী কিতাবের আলোকে ঐ মাস` আলা ভুল। তন্মধ্যে শুধু তিলাওয়াত করে (অর্থাৎ শিক্ষাদান ব্যতীত) বিনিময় গ্রহণ করার মাস` আলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বপ্রথম আস সিরাজুল ওয়াহহাজ এবং আল জাওহার এর সংকলক কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক লেখক ও সংকলক তাদের অনুসরণ করে ভুলের শিকার হয়েছেন।

আমাদের তিন ইমাম হযরত আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ রহ. এর ঐক্যমত্য হল, ইবাদতের (চাই মাকসূদা হোক যেমন, নামায, রোযা বা গায়ের মাকসূদা হোক যেমন, ফরজ নামাযের ইমামতি, দ্বীনের শিক্ষকতা করা) বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়িয। পরে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম জরুরত ও দ্বীনের স্থায়িত্বের কারণে শরী'আতের বিশেষ উসূল বা মূলনীতির ভিত্তিতে কয়েকটি ইবাদতে গায়র মাকসূদার বিনিময় গ্রহণ জায়িয বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন। আর শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে দ্বীনের স্থায়িত্ব বা কোন জরুরত নেই। কারণ যুগ যুগ ধরে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নির্দিষ্ট বিনিময়ে তিলাওয়াতের জন্য ভাড়া না নেয় তাহলে এতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবে না। (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী, ৬২ পৃষ্ঠা)

২. মরহুম লেখক তার বইয়ের ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

(৫) আশবাহোন্নাজায়েরের টীকা, ২৭৫ পৃষ্ঠা

الثالثة لو شرط على ان يقرأ على قبره قالتعيين باطل. قوله الثالثة لوشرط على ان يقرأ على قبره الخ هكذا وقع في القنية. وهو كما في البحر مبني على قول أبي حنيفة رحـــ من كراهة القراءة على القبور فلذا بطل التعيين والصحيح المختار للفتوى قول محمد انتهى. وفي مجمع الفتاوى : الوصية بالقراءة على قبره باطلة ولكن هذا اذا لم يعينه القارى اما اذا عينه ينبغي ان يجوز على وجه الصلة ويفهم منه ان الوصية بالقراءة انما بطلت لعدم جواز الاجارة على القراءة ينبغي ان تكون صحيحة على المفتى به من جواز الاجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتأخرين انتهى.

"তৃতীয় এই যে, যদি সে শর্ত করে যে, তার গোরের নিকট কুরআন পড়িবে। তবে (এইরূপ স্থান) নির্দেশ করা বাতিল। আশবাহ এর লেখক উল্লিখিত কথা লিখিয়েছেন, উহা কিনয়া কিতাবে আছে। বাহরোর রায়েক প্রণেতার মতে উহা

(ইমাম) আবু হানীফা রহ. এর মতানুযায়ী বলা হয়েছে, উহা এই যে, গোরসমূহের নিকট কুরআন পড়া মাকরূহ। এই হেতু স্থান নির্দেশ করা বাতিল হইবে। (ইমাম) মুহাম্মাদের মত ছহিহ ও ফাতাওয়ার উপযুক্ত। বাহরোর রায়েকের কথা শেষ।

মাজমায়োল ফাতাওয়াতে আছে, নিজের গোরের নিকট কুরআন পড়ার অসিয়ত বাতিল, যদি সে ব্যক্তি কোন ক্বারীকে নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে তবে এইরূপ ব্যবস্থা। আর যদি উহা নির্দেশ করিয়া থাকে, তবে দানভাবে জায়েয হওয়া উচিত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কুরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ার রেওয়ায়েত অনুসারে কুরআন পড়ার অসিয়ত করা বাতিল বলা হয়েছে। ফাতাওয়াগ্রাহ্য মতে ইবাদাত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েয, ইহা জামানার অধিক সংখ্যক আলেমের মত, এই হিসাবে উক্ত অসিয়ত জায়েয হবে।" মাজমায়োল ফাতাওয়ার কথা শেষ। আরও উক্ত পৃষ্ঠা-

وفي شرح المنظومة لابن الشحنة نقلا عن مآل الفتاوى فيمن أوصى ان يطين قبره او تضرب عليه قبة او يدفع شيء لقارئ يقرأ على قبره قالوا الوصية باطلة انتهى. قال في البحر : فدل على ان المكان لايتعين وقد تمسك به بعض الحنفية من اهل العصر وفيه ان صاحب الاختيار علله بان أخذ شيء للقراءة لا يجوز لأنه كالأجرة فأفاد أنه مبني على غير المفتى به فان المفتى به جواز الأخذ على القراءة فيتعين المكان قال بعض الفضلاء : والذى ظهر لي انه مبني على قول الإمام ابي حنيفة رحـــ بكراهة القراءة عند القبر فلهذا بطل التعيين والفتوى على قول محمد رحـــ من عدم الكراهة عنده كما في الخلاصة فيلزم التعيين انتهى فعلم من هذا ان قول المصف هنا فالتعيين باطل ضعيف.

এবনোশ নেহনার শরহে মনজুমাতে মায়ালোল ফাতাওয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ব্যক্তি অসিয়ত করে যে, যেন তাহার গোর মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করা হয়। তাহার গোরের উপর গুম্বুজ (চূড়া) স্থাপন করা হয় কিংবা একজন ক্বারীকে কিছু দান করা হয় যে, তাহার গোরের নিকট কোরান পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কী?

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এইরূপ অসিয়ত বাতিল, উক্ত কিতাবের মর্ম শেষ হইল। বাহারোর রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, উক্ত কথায় বুঝা যায় যে, স্থান নির্দিষ্ট হইবে না (আমার) সমসাময়িক কোন হানাফী বিদ্বান এই রেওয়ায়েতটা দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও উক্ত কিতাবে আছে, এখতিয়ার প্রণেতা উক্ত অসিয়ত নাজায়েয হওয়ার এই কারণ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, কুরআন পাঠ করিয়া কিছু গ্রহণ নাজায়েয, যেহেতু উহা বেতন স্বরূপ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফাতাওয়ার বিপরীত মতের হিসাবে উহা বলা হইয়াছে। কেননা কুরআন পড়িয়া কিছু বেতন গ্রহণ ফাতাওয়ার মতে জায়েয হইবে। কাজেই (অসিয়তের হিসাবে) স্থান নির্দেশ হইবে। কোন

ফাজেল বলিয়াছেন, আমার পক্ষে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে উহা এই যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর এই মতানুসারে বলা হইয়াছে যে, গোরের নিকট কুরআন পাঠ করা মাকরূহ। এই হেতু স্থান নির্দেশ করা বাতিল হইয়াছে। মুহাম্মাদ রহ. এর মতে গোরের নিকট কুরআন পড়া মাকরূহ নহে। এই মতের উপর ফাতাওয়া হইবে। ইহা খোলাসা কিতাবে আছে। এই হিসাবে স্থান নির্দেশ করা জরুরী হইবে। তাহার কথা শেষ হইল।

হামাবী রহ. বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা গেল যে, আশবাহ লেখকের এই স্থানের এই কথা যে, স্থান নির্দেশ করা বাতিল হইবে। ইহা দুর্বল মত।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, আল্লামা হামাবী কুরআন পড়িয়া বেতন গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ার মত জঈফ (দুর্বল) সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

কিতাবের নাম মূলত 'আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির' আশবাহোন্নাজায়ের লেখা ভুল। যা আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও যার আছে তার নিকট সুস্পষ্ট। সেক্ষেত্রে একজন সংকলকের নিকট ইহা অস্পষ্ট থাকা কাম্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ হাওয়ালায় বর্ণিত ইবারতটি উক্ত কিতাবের যত নুসখা (ছাপা) আমাদের কাছে আছে তার কোন সংস্করণের ২৭৫ নং পৃষ্ঠা নেই। তবে ইদারাতুল কুরআন পাকিস্তান থেকে ছাপা নুসখার ২/১০৭ নং পৃষ্ঠায় পাওয়া গেছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

নুয়াইম আশরাফ নূর মুহাম্মাদ সাহেব দা.বা. বলেন,

هو احمد بن محمد الحسى الحموى الحنفى (شهاب الدين) عالم مشارك فى في انواع من العلوم درس بالقاهر، من تصانيفه الكثيرة غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم. مقدمة الناشر للاشباه صـــ٢١

অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল হাসানী আল হামাভী আল হানাফী রহ. (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী) ইলমের বিভিন্ন বিষয়ে বা বিভিন্ন প্রকার ইলমে পারদর্শী একজন আলিম। তিনি কায়রোতে অধ্যয়ন করেছেন। তার বিপুল গ্রন্থভান্ডারের অন্যতম হল, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যার নাম, غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر.

তবে এই কিতাব ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে সুন্দর হলেও ফাতাওয়ার কোন কিতাব নয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন এর কোন বর্ণনা অন্য কোন ফাতাওয়ার কিতাবের সাথে মিলানো ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। (উসূলুল ইফতা, ১১৬)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখিত ইবারতকে দুই ভাগে ভাগ করে জবাব দেয়া হচ্ছে।

১.وفي مجمع الفتاوى الوصية بالقرائة على قبره باطلة থেকে

كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين انتهى পর্যন্ত।

২. পূর্বাপর বাকী ইবারতগুলো।

দ্বিতীয় ভাগের পুরো ইবারত পিছনের আল বাহরুর রাইকের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল বা তার সদৃশ। আর আল বাহরুর রাইকের ইবারতের বিস্তারিত জবাব ৩নং হাওয়ালার জবাবের অধীনে চলে গেছে।

নিম্নে শুধু ১ম ভাগের ইবারতের জবাব প্রদত্ত হলঃ

আলোচ্য ইবারতের দাবী ২টি

১. কেউ যদি কবরে কুরআন তিলাওয়াত করার অসিয়ত করে, তাহলে ক্বারী নির্ধারিত হলে তার বিনিময় দান বা উপঢৌকন হিসাবে জায়িয।

২. ক্বারী নির্ধারিত না হলে অসিয়ত বাতিল হলেও ইবাদতের উজরত হিসাবে তা জায়িয হবে। যেমন পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাযহাব হল, ফাতাওয়াযোগ্য বর্ণনা মতে ইবাদতের উজরত জায়িয।

১ম দাবীর জবাব

এক্ষেত্রে তিলাওয়াতের বিপরীতে প্রদত্ত বস্তুকে মুখে দান বা উপঢৌকন বলা হলেও বাস্তবে তার উদ্দেশ্য থাকে বিনিময়। অন্যথায় ক্বারীর জন্য কুরআন তিলাওয়াত না করারও অবকাশ থাকত। অথচ যদি অসিয়তকারী অসিয়তের পূর্বে ইহা জানতে পারে তাহলে সে এ ক্বারীর জন্য অসিয়তই করবে না। যার দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

قال ابن عابدين الشامي : ولايخفى عليك عدم ارادة الصلة في عرفنا والالجاز للقارى ترك القراءة مع ان من يوصى له في زماننا لايوصى الا في مقابلة قرائته وذكره وتسبيحه ولو علم بان القارى الموصى له لايفعل ذلك لما اوصى ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل. شفاء العليل من رسائل ابن عابدين১/১৬৮

وفي التاترخانية : لامعنى لهذه الوصية ولصلة القارى بقرائته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء. قال العلامة الشامي : و ما في التاترخانية فيه رد على من قال : لو أوصى لقارئ يقرأ بكذا على قبره ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجر وممن صرح بطلان هذه الوصية صاحب الولوالجية والمحيط والبزازية كما في رد المحتار৬/৫৬

وقال الولوالجي : ولو زار قبر صديق او قريب له وقرأ عنده شيئا من القران فهو حسن. اما الوصية بذلك فلامعنى لها ولامعنى ايضا لصلة القارى لان ذلك يشبه استئجاره على قرائة القران وذلك باطل و لم يفعل مثل ذلك احد من الخلفاء اه الفتاوى الولوجية ৬/৩৩৬ : كتاب الوصايا.

২য় দাবীর জবাব

ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িয হওয়াকে এখন পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাযহাব বলা হয়েছে। অথচ তারা ব্যাপকভাবে সব ইবাদতের উজরত বা বিনিময় গ্রহণকে জায়িয বলেন নাই। বরং শুধু মাত্র ঐ সব ইবাদতে গায়ের মাকসূদার উজরতকে জায়িয বলেছেন যেগুলোর ওপর দ্বীনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। যেমন আযান, ইকামত, ইমামত, দ্বীনি শিক্ষা দান ইত্যাদি। কবরের নিকটে তিলাওয়াত অথবা সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের ওপর দ্বীনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নয়। যুগ যুগ ধরে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নির্দিষ্ট বিনিময়ে তিলাওয়াতের জন্য ভাড়া না নেয় তাহলে দ্বীনের বা শরীয়াতের কোন ক্ষতি হবে না।

قال الشيخ الرملي : قال في التاترخانية : وقد ذكرنا مسئلة تعليم القران على استئجار للضرورة ولاضرورة في الاستئجار على القبر. رد المحتار৬/৫৬

وقال في شرح عقود رسهم المفتي وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان (الإستئجار على الطاعات) الا فيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين وصرحوا بذلك التعليل فكيف يصح أن يقال إن مذهب المتأخرين (صحة الاستئجار على التلاوة المجردة) مع عدم الضرورة المذكورة. فانه لومضى الدهر و لم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستجار عليه. حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجربها وصار القارى منهم لايقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا. بل لايقرأ الا للأجرة وهو الرياء المحض الذى هو ارادة العمل لغير الله تعالى فمن اين يحصل له الثواب الذى طلب المتسأجر أن يهديه لميته؟ شرح عقود رسم المفتي صـــ৬৬

তাছাড়াও এ অসিয়তে ইয়াতীম, ফকীর, অসহায় দরিদ্র এবং বিধবা ওয়ারিশদের মালগ্রহণ ও ব্যবহার সহ বহু গুনাহের কাজ বিদ্যমান আছে। সুতরাং তা জায়িয হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৭২)

قال وفي هذه الوصايا زيادة على ماذكرته من الشناعات اعتقاد المنكر من اعظم القربات وكثيرا مايكون الحامل عليها بعض الورثة والأقارب مع مايترتب عليها من المثالب من أخذ أموال اليتامى القاصرين وفقراء الورثة المحتاجين فان هذه الوصية حيث كانت باطلة او مع

مايترتب عليها كثيرمن الجلوس في بيوت الأيتام واستعمال أوعيتهم و فرشهم والأكل والشراب الحرام. رسائل ابن عابدين১৭২/ ১

(৩) মরহুম লেখক তার বইয়ের ৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আলমগীরী, ৪/৪৬১ পৃষ্ঠা

واختلفوا في الاستئجار على قراءة القران عند القبر مدة معلومة قال بعضهم يجوز وهو المختار كذا في السراج الوهاج.

এক নির্দিষ্ট সময়ে গোরের নিকট কুরআন পাঠ করিয়া বেতন গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কতকে বলিয়াছেন, উহা জায়েজ নহে, আর কতকে বলিয়াছেন যে, উহা জায়েয হইবে। ইহাই মনোনীত মত, এইরূপ ছেরাজে আহহাজ কিতাবে আছে।

আলমগীর বাদশাহ বড় বড় সাতশত আল্লামা সংগ্রহ করিয়া এই ফাতাওয়ায় আলমগীরী সংকলন করিয়াছেন, সেই সাতশত আল্লামা উহা জায়েয হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন।

ক. হাওলায়ার বাস্তবতা

এখানে যে ইবারত উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে وقال بعضهم لايجوز (কেউ কেউ বলেন জায়িয নেই) এর উল্লেখ নেই। অথচ উদ্ধৃত গ্রন্থে وقال بعضهم يجوز এর পরে وقال بعضهم لايجوز এরও উল্লেখ আছে। তো ইবারতকে কাটছাট করে দাবীর স্বপক্ষের অংশটুকু উল্লেখ করা আর বিপক্ষের অংশটুকু উল্লেখ না করা কোন আমানতদার ব্যক্তির কাজ হতে পারে না।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

১. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য একটি কিতাব। বাদশাহ আলমগীরের বিশেষ তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞ বিজ্ঞ সাতশত উলামায়ে কেরামের একটি বোর্ডের যৌথ মেহনত দ্বারা তা সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃক নিজস্ব কোন মন্তব্য পেশ করা হয় নাই বরং ইবারত নকল করার পর একটি কিতাবের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে, যা আরবী ভাষা বুঝতে সক্ষম ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তাই মরহুম লেখকের দাবী (সেই সাতশত আল্লামা উহা জায়েয হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন) অবাস্তব। হ্যাঁ, হাদ্দাদী রহ. (মৃত্যু ৮০০ হিজরী) কৃত আস সিরাজুল ওয়াহহাজ এর হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এ ইবারতের শুদ্ধতা অশুদ্ধতার দায়ভার আসসিরাজুল ওয়াহহাজ এর উপর গিয়ে বর্তাবে। আর আসসিরাজুল ওয়াহহাজ যেহেতু একটি অগ্রহণযোগ্য কিতাব, তাই এই কিতাবের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ফাতাওয়া দেওয়া যাবে না। (মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিআয়াহ, ১১; উসুলুল ইফতা, ১১১)

আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এটা ফাতাওয়া আলমগীরীরও নিজস্ব মত, তাহলে ঐ কিতাবের টীকার মধ্যেই এর খণ্ডণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটা বাতিল।

قال : قوله واختلفوا في الاستئجار على قراءة القران، رده في ردالمحتار وحقق وجزم بأنه مخالف لكلام فلايقبل لأن الخلاف في الاستئجار على التعليم وأما الاستجار على القراءة فباطل بالإجماع فراجعه. حاشية الهندية٤/٤٤٩

আল্লামা শামী রহ. রদ্দল মুহতারে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর উক্ত উক্তির খন্ডণ করেছেন এবং চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করে বলেন, উহা ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনার বিপরীত। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মতভেদ তো ছিল কুরআন শিক্ষা দানের বিনিময় নিয়ে। আর তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয এবং বাতিল। (আলমগীরী টীকা, ৪:৪৪৯)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

আল্লামা শামী রহ. বলেন, কুরআন, হাদীস, ইজমার মধ্য থেকে মাসায়িলে ফিকহিয়ার মূল উৎস কোনটা তা যদি প্রসিদ্ধ এবং জানা থাকে তাহলে সে মাস` আলা গ্রহণ করতে কোন মতবিরোধ নেই। আর যদি এ রকম না হয়, বরং মাস` আলা ইজতেহাদী হয় তাহলে নকলকারীকে দেখতে হবে, যদি সে মুজতাহিদ হয় তাহলে দলীল তলব করা ছাড়াই তা মানতে হবে। আর যদি সে মুজতাহিদ না হয় তাহলে যদি কোন মুজহাতিদ থেকে বিশুদ্ধভাবে নকল করে থাকে তাহলে তা মানতে হবে। আর যদি অন্য মুজতাহিদ থেকে নকল না করে বরং নিজ থেকেই অথবা অন্য কোন মুকাল্লিদ থেকে বর্ণনা করে দলীল উল্লেখ করে থাকে, তাহলে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। অন্যথায় যদি উসূল এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবের মুওয়াফিক হয় তাহলে তার ওপর আমল করা জায়িয। আর যদি উসূল (মূলনীতি) এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবের মুখালিফ হয় তাহলে তার ওপর আমল করা জায়িয নেই।

অতঃপর তিনি বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, কোন মুকাল্লিদ যদি নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাত ছাড়া কোন ফাতাওয়া দেয় তাহলে তার ফাতাওয়া গ্রহণ করা যাবে না। অপর দিকে হাদ্দাদী রহ. সাধারণ মুকাল্লিদ। তিনি মাস` আলা ইস্তেম্বাত করতে এবং সহীহ ও ফাসেদের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম নন। আর আলোচ্য মাস` আলা কোন ইমাম মুজতাহিদ থেকেও বর্ণনা করেন নাই। (বরং সকল মুজতাহিদের বর্ণনা হল তা নাজায়িয হওয়ার ওপর) উপরন্তু এটা বর্ণিত উসূলেরও খেলাফ। সুতরাং এটা গ্রহণ করা জায়িয হবে না। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৮০)

২. যদি ধরেও নেয়া হয় এখানে বিনিময় জায়িয। তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এখানে অসিয়ত কারীর উদ্দেশ্য হল, যেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়

সেখানে রহমত নাযেল হয়। ফলে তার দ্বারা মৃত ব্যক্তির এবং তার আশপাশের লোকদের ফায়দা হয়। আর বিনিময়টা হল ঐ কষ্টের বিপরীতে যার দ্বারা রহমত নাযেল হল। তিলাওয়াতের বিপরীতে নয়। (রসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৮০)

(৪) মরহুম লেখক তার বইয়ের ৯নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

(৭) শরহে অহবানিয়াতে আছে

والمسئلة في التجنيس والمزيد وهي فرع عدم جواز أخذ الأجرة على القربات والفتوى على الجواز وهو اختيار المتأخرين.

এই মাস` আলাটি তজনিছ ও মাজিদে আছে, উহা ইবাদতে কার্য্যগুলিতে বেতন গ্রহণ করা নাজায়েয শাখা স্বরূপ, অথচ উহা জায়েয হওয়ার প্রতি ফাতাওয়া হইবে। ইহাই শেষ জামানায় আলেমগণের মনোনীত মত।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতাঃ

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. হাওয়ালায় বলা হয়েছে وهو اختيار المتأخرين অথচ কিতাবে আছে وهو قول المتأخرين আর ১ম টা আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে মারাত্মক ভুল।

২. এখানে ইবারতকে কাট ছাট করে নিজের দাবী প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে, যা মারাত্মক অপরাধ। মূল ইবারত এভাবেঃ

تحقيق المسئلة اشتمل البيت على مسئلة جواز الشركة في تعليم القران والفقه وغيرهما والمسئلة في المحيط والتجنيس والمزيد وهو فرع القول بجواز أخذ الأجرة على القربات والفتوى على الجواز وهو قول المتأخرين.

واختار مشايخ بلخ والمتقدمون المنع من الجواز لأن القربة إنما تقع على العامل ولهذا تعتبر اهليته ونية الامر من شركة شرح الوهانية لابن الشحنة ১/২৩৭ الوقف المدنى الخير ديوبند.

এখানে দাগটানা ইবারত টুকুর উদ্দেশ্য থাকলেও পূর্বাপর ইবারতের স্পষ্ট বক্তব্য হল বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া জায়িয নেই। হ্যাঁ কুরআন ফিকাহ শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়া জায়িয।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

এই কিতাবটি আল্লামা আব্দুল বার ইবনুশ শিহনা রহ. (মৃত্যু ৯২৯ হিজরী) কর্তৃক রচিত। কিতাবটির পূর্ণ নাম হলোঃ

تفضيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف بشرح منظومة ابن وهران ৭৬৮ م

এই কিতাব সম্পর্কে আল্লামা আরশাদ মাদানী সাহেব দা.বা. বলেন,

واما الشروح المخطوطة المتواجدة بين المكتبات فثلاثة والشرح الثالث للعلامة عبد البر بن الشحنة وبما أن هذا الشرح يحتل مكانه المرموق لكون الشارح متبحرا في العلوم ولكون الشرح اوضح الشروح...فارتايت أن أقوم بطبع هذا الشرح...مقدمة شرح الوهبانية ص ৫ الوقف المدني الخيرى ديوبند.

অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহে মানযুমায়ে ওয়াহবানিয়ার ব্যাখ্যাসমূহের যে কয়টি পান্ডুলিপি পাওয়া যায় তার সংখ্যা তিনটি। তৃতীয় ব্যাখ্যাটি হল আল্লামা আব্দুল বার ইবনুশ শিহনা রহ. এর। আর এই ব্যাখ্যাটি তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, যেহেতু এর সংকলক গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থটি অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের তুলনায় অধিক স্পষ্ট। (মুকাদ্দামায়ে শরহে ওয়াহবানিয়া, পৃষ্ঠা ৫)

উদ্ধৃত ইবারত দ্বারা সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় নেয়া যে জায়িয তো মোটেও প্রমাণিত হয় না। বরং এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-ফিকহ শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। তাও আবার পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের নিকটতো এটাও নাজায়িয। নিম্নে উদ্ধৃত ইবারতের তরজমা তুলে ধরা হলোঃ

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হল, উক্ত পঙক্তিটিতে রয়েছে কুরআন-ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষাদানে অংশীদারিত্ব জায়িয হওয়ার মাস'আলাটির বিস্তারিত বর্ণনা মুহীত, তাজনীস এবং মাযীদ নামক কিতাবত্রয়ে রয়েছে। আর এ মাস` আলাটি নেক কাজ করে বিনিময় নেওয়া জায়েয মাস'আলার শাখা। আর ফাতাওয়াযোগ্য বর্ণনা হল জায়িয হওয়া। এটা পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মত।

কিন্তু বলখ শহরের মাশায়েখগণ এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম না জায়েয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। কেননা নৈকট্য ও সাওয়াব তো আমলকারীর অর্জিত হয়ে থাকে। এই কারণে আমলকারীর যোগ্যতা অযোগ্যতার এবং আদেশকারীরর নিয়্যত বিবেচনা করা হয়। (শরহে ওয়হবানিয়া, ১:২৩৭)

লক্ষ্য করা গেল যে, এখানে লেখক আলোচনা করছিলেন কুরআন, ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষাদান করার বিনিময় নিয়ে। পরে মূল মাস` আলা তথা নেক কাজ করার বিনিময় সম্পর্কিত মাস` আলা উল্লেখ করেছেন। অতএব এখানে সাওয়াবে রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা হয়নি।

(৫) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ
(১০) মোলতাকার টীকা, ২/৩৮৪ পৃষ্ঠা।

لاتجوز وتبطل الاجارة عند المتقدمين على الطاعات كالأذان والحج والإمامة وتعليم القران والفقه وقراءتها ويفتى اليوم بجواز الإجارة على هذه الطاعات لفتور الرغبات ومنع العطيات.

আযান, হজ্জ, ইমামত, ফিকাহ শিক্ষা দেওয়া, কুরআন ও ফিকাহ পাঠ করার তুল্য ইবাদতগুলোতে বেতন গ্রহণ করা প্রাচীন আলেমগণের নিকট নাজায়েয ও বাতিল। বর্তমানে আগ্রহ হ্রাস ও দান খয়রাত বন্ধ হওয়া হেতু এই ইবাদতগুলিতে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ফাতাওয়া দেওয়া হইবে।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

এখানে ইবারত সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে এমন কিছু শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে যার কারণে ইবারতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে গেছে। কারণ ومنع العطيات এর পরে উদ্ধৃত গ্রন্থে

مثل الإمامة وتعليم القران والفقه تحرزا عن الاندراس

“যেমন ইমামতি, কুরআন ও ফিকহ শিক্ষা প্রদান, দ্বীন মিটে যাওয়ার আশঙ্কা হেতু” এরও উল্লেখ আছে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শুধু ঐ সমস্ত ইবাদতের বিনিময় নেয়াকে জায়িয বলা হয়েছে যেগুলো না থাকলে দ্বীন মিটে যাবে। বলাবাহুল্য যে, বিনিময়ের মাধ্যমে তিলাওয়াত না থাকলে দ্বীন মিটবে না। এজন্যই তো শেষোক্ত ইবারতে وقرائتهما এর উল্লেখ নেই।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

এটি আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. (মৃত্যু ১০৮৮ হি.) কৃত মুলতাকাল আবহুর এর টীকা গ্রন্থ। যার নাম الدر المنتقى في شرح الملتقى (আদ্দুররুল মুনতাকা ফী শরহিল মুলতাকা) লেখক হলেন, শায়েখ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল হালাবী রহ. মৃত্যু ৯৫৬ হিজরী।

হাজী খলীফা রহ. বলেন,

واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى وفي ترك شيء من مسائل الاريسة (القدورى والمختار والكنـــز والوقاية) ولهذا بلغ صيته في الأفاق و وقع على قبوله بين الحنفية كشف الظنون১৮৪/২ :

এ কিতাবে লেখক অধিক শুদ্ধ এবং শক্তিশালী বর্ণনার উপর অবহিত করা এবং চার কিতাবের কিছু মাস` আলা না আনার চেষ্টা করেছেন, এজন্য বিশ্ব জুড়ে এর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং হানাফীদের নিকটে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। (কাশফুয যুনুন, ২:১৮১৪)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

এ রকম ইবারত ফাতাওয়ায়ে শামী, আলবাহরুর রাইক, বাদায়েউস সানায়েসহ গ্রহণযোগ্য অনেক কিতাবেই উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে,

فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ماذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة. رد المحتار৬/২

অর্থঃ এটা সুস্পষ্ট দলীল এবং অকাট্য প্রমাণ যে, ফাতাওয়াযোগ্য মত হল, সব ধরনের ইবাদতের বিনিময়ের লেনদেন জায়িয না হওয়া। বরং ফুকাহায়ে কেরাম যে ইবাদতগুলো উল্লেখ করেছেন কেবল সেগুলোর বিনিময়ের লেনদেন জায়িয হওয়া। অর্থাৎ যে সব ইবাদতের মধ্যে দ্বীনের স্পষ্ট জরুরত আছে এবং যেগুলোর উপর দ্বীনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

এখানে এ কথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, ঐ সব কিতাবে তো وقرائنهما শব্দ নেই, কেমন যেন তারা এটাকে নাজায়িয বলেননি, কাজেই এই ইবারত দ্বারা কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অবকাশ না থাকার কারণ এই যে, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এটাকে জায়িয বলেছেন, এটা মুসান্নিফের উদ্দেশ্য নয়। কেননা তিনি শেষে জায়েয হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন تحرزا عن الاندراس তথা "যা না থাকলে দ্বীন মিটে যাবে" এমন হতে হবে। এজন্যই তো পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম তাদের নিকট যেগুলোর বিনিময় নাজায়িয, সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে وقرائنهما শব্দ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কিরাম তাদের নিকট যেগুলোর বিনিময় জায়িয সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে وقرائنها আর উল্লেখ করেন নাই। বিধায় সেটা নাজায়িয রয়ে গেল। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, وقرائنهما দ্বারা উদ্দেশ্য হল, وتعلمهما অর্থাৎ তালেবে ইলমদের জন্য অযীফা বা বেতন গ্রহণ করা জায়িয।

(৬) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

(১৪) ফাতাওয়ায়ে আজিজিয়া ১/৯ পৃষ্ঠায় আছে

شخصے قران را نہ بروجہ طاعت بلکہ بر قصد مباحے میخوانند و بران اجرت گیرد مثل رقیہ وختم بعض سور قرانی برآے حصول مطالب دنیوی یا برآے استخلاص از عذاب گور یا برآے انس مردہ یا زندہ بصورت خوش و ایں قسم نیز جائز است بلاکراہت انتہی

অর্থঃ এক ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে নহে বরং মোবাহ কার্যের নিয়তে কুরআন পাঠ করে এবং উহার বেতন গ্রহণ করে, যেরূপ ঝাড়-ফুঁক করা, পার্থিব মতলব হাছেলের উদ্দেশ্যে কুরআনের ছূরা খতম করা কিংবা গোর আজাব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা মৃত বা জীবিতদের শান্তিদানের উদ্দেশ্যে মিষ্ট আওয়াজে পড়া, ইহা বিনা কারহিয়াত জায়েয।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

ফাতাওয়ায়ে আযীযী (উর্দু) এর ৪৯০-৪৯১ পৃষ্ঠায় ইবাদত বন্দেগীর বিনিময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ের কয়েকটি সূরত উল্লেখ করা হয়েছে আর তাতে উল্লেখিত মাস` আলাটিও আছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

ফাতাওয়ায়ে আযীযী কোন গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব নয়। বরং এটা একটি অগ্রহণযোগ্য কিতাব। কেননা ইহাকে শাহ আবদুল আযীয রহ. এর দিকে সম্বোধন করা হলেও তার নিজস্ব লিখিত কোন কিতাব নয়। বরং পরবর্তীতে কোন এক ব্যক্তি তাঁর কিছু ফাতাওয়া একত্রিত করে তাঁর নামে চালিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে সংকলকের নামও অজ্ঞাত। সুতরাং অজ্ঞাত লোকের কিতাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দা.বা.) উসূলুল ইফতা ১১৮ নং পৃষ্ঠায় অগ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোর তালিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

قال : ومنها الفتاوى العزيزية المنسوبة إلى الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى فإن هذا الكتاب ليس من تأليفه وإنما جمع رجل فتاواه بعده وهو لايعرف وقد سمعت من والدى الشيخ محمد شفيع قدس سره أنه يوجد في هذا الكتاب الحاقات لاتصح نسبتها الى الشيخ الدهلوى فلاينبغي الاعتماد عليها ما لم يتأيد مضمونها بدليل اخر. اصول الافتاء صـــ১১৯ /১৮

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. মরহুম লেখকের দাবী ছিল সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয হওয়া, অথচ তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া জায়িয হওয়ার। লক্ষ্য করুন উদ্ধৃতির বিশেষ বাক্যটি

شخصے قران رانہ بروجہ طاعت بلکہ بر قصد مباحے میخوانند.....

অর্থঃ ইবাদতের সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয় বরং মুবাহ কাজের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার বিনিময় গ্রহণ করে। যেমন, ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় নেওয়া। এখানে যে সুরতের কথা বলা হয়েছে সে সুরতে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করা সকল ইমামের নিকট জায়িয।

২. বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে তোলে একই কিতাবের অপর একটি ইবারত,

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو قران شریف ختم کرنے کےلئے اجرت پر مقرر کریں اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ختم کا ثواب اجرت دینے والےکو ہو یہ صورت حنفی مذہب میں ناجائز ہے اور شافعی کے نزدیک اس حکم میں طول اور تفصیل ہے اس صورت کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ کہ حنفی مذہب میں یہ قاعدہ کلیہ ہے جیساکہ شرح وقایہ وغیرہ میں لکھاہے-

الاصل عندنا أنه لايجوز الاجارة على الطاعات و على المعاصي لكن لما وقع الفتور في الامور الدينية يفتى بصحتها لتعلم القران والفقه تحرزا من الاندراس. فتاوى عزيزى৪৯০

অর্থঃ দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, কোন ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ খতম করার জন্য এ উদ্দেশ্যে ভাড়া করা হল যে, খতমের সাওয়াব বিনিময় প্রদানকারীর হবে, হানাফী মাযহাব অনুসারে এই পদ্ধতি নাজায়িয। আর শাফিঈ মাযহাবে এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ হল, হানাফী মাযহাবের একটি মূলনীতি (যা শরহে বেকায়াসহ ফিকহের অন্যান্য কিতাবে আছে) এই যে, ইবাদত এবং গুনাহের উপর উজরত বা পারিশ্রমিক নেওয়া দেওয়া নাজায়িয। কিন্তু যখন দ্বীনি বিষয়ে লোকদের অনীহা এবং ত্রুটি দেখা দিল তখন কুরআন ও ফিকহ শেখার উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিক জায়িয হওয়ার ফাতাওয়া দেওয়া হল যাতে এই ইলমসমূহ মিটে না যায়।

হ্যাঁ উক্ত ইবারত দ্বারা কুরআন শিখে বিনিময় নেওয়ার বা শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়ার এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ে বিনিময় জায়িয হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। মরহুম লেখক দুটি ইবারতের মধ্য থেকে তার মতলবের কাছাকাছি ইবারতটি গ্রহণ করেছেন। আবার তরজমা অস্পষ্টভাবে করেছেন। অথচ একই কিতাবের অপর স্থানে বিষয়টি অত্যন্ত খুলে বলা হয়েছে। যেটাকে উল্লেখ করলে এ ব্যাপার আর কোন ঝগড়াই থাকে না। কিন্তু মরহুম লেখক সে কাজটি করেননি।

(৭) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ
(১৫) তফসিরের আজিজি ২০৮/২০৯ পৃষ্ঠা

محققين علماء قاعده مقرر كرده اندكه بسياب نافع گفته اندكه يرجه در حق شخص عبادت باشد خواه فرض عين خواه فرض كفايه خواه سنت مؤكده بران اجرت گرفتن جائز نيست مثل تعليم قران و حديث وفقه ونماز و روزه تلاوت وذكر وتسبيح وانجه بهيج وجه عبادت نيست مباح محض است برابر اجرت گرفتن جائز است مثل رقه كردن بقران ياتعويذ نوشتن و امثال ذلك عبادت كه سب تعيين مدت يا تخصيص مكان مباح ميشوند نيز برآنها اجرت گرفتن مثل تعليم قران بطفل كسے درخانه او از صبح تاشام كه باين خصوصيت وقيود هرگز عبادت نيست-

সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ একটা হিতজনক নিয়ম স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, ফরজে আইন হউক ফরজে কেফায়া হউক, আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা হউক যাহা মানুষের প্রতি ইবাদাত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ শিক্ষা দান, নামায, রোযা, কুরআন পাঠ, জেকর ও তছবিহ, তৎসমস্ত করিয়া বেতন গ্রহণ করা জায়েয নহে। আর যাহা কোন প্রকার ইবাদাত নহে, বরং বিশুদ্ধ মোবাহ কার্য, যথা কুরআন পড়িয়া শরীরে ফুঁক দেওয়া ও তাবিজ লিখিয়া দেওয়া, এইরূপ কার্যের প্রতি বেতন গ্রহণ করা জায়েয আছে। সময় ও স্থান নির্ধারণ করাতে ইবাদাত

কার্যও মোবাহ হইয়া যায়। উহার বেতন গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেইরূপ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাহারও গৃহে থাকিয়া তাহার সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করা, এইরূপ শর্তসহ কার্য করা ইবাদাত নহে।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

তাফসীরে আযীযীর (উর্দূ) ১ম খন্ডের ৩৮০নং পৃষ্ঠায় এই মাস` আলা বিদ্যমান রয়েছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান

তাফসীরে আযীযী কুরআনে কারীমের তাফসির সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, যার লেখক শাইখ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. তাফসিরই হল এ কিতাবের মূল আলোচনার বিষয়, ফাতাওয়া নয়, প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোথাও কোন মাস` আলা এসে যেতে পারে। আর ফাতাওয়ার কিতাব ছাড়া অন্য কোন কিতাব দ্বারা ফাতাওয়া দেওয়া ঠিক নয়। বরং এটা ফাতাওয়া অগ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

قال العلامة محمد تقي العثماني : ولابد من معرفة وجوه كونها غير معتبرة وهي متعددة. الوجه السادس : كون الكتاب في غير موضوع الفقه ربما يكون الكتاب في موضوع اخر سوى الفقه كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير والحديث وإنما تذكر فيه المسائل الفقهية تبعا لامقصدا و كثيراما يوجد في مثل هذه الكتب ما هو خلاف المذهب الراجح مع جلالة قدر مؤلفيها وقد وجدت غير واحد من مثل ذلك في عمدة القارى للعيني والمرقاة لعلي القارى. (أصول الإفتاء صـــ١٢٠)

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

নিছক উর্দূ ফারসী বা আরবী ইবারতের বাহার দেখালে যদি প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে এ ইবারত দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ হতে পারে। অন্যথায় উক্ত ইবারতে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া জায়িযের কোন প্রমাণই নেই। কেননা এখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, কোন ধরনের ইবাদতের বিনিময় নেয়া জায়িয নেই। তবে কোন মুবাহ কাজ যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে করা হয় যেমন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীম খতম করা হয় তাহলে তার বিনিময় নেওয়া জায়িয আছে। অনুরূপভাবে বাচ্চাদের (তাদের বাড়ীতে) কুরআনে কারীমের তালীম বা ফিকহ, হাদীসের তালীম দিয়ে বিনিময় নেওয়া জায়িয আছে। আর এটাকে তো সকলেই জায়িয বলেছেন। কিন্তু আলোচ্য মাস` আলাটির ব্যাপারে এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া নাজায়িয। সুতরাং এ হাওয়ালা বা উদ্ধৃতিটি মরহুম লেখকের দাবীর পক্ষে নয় বরং

বিপক্ষে। তারপরও তিনি এটাকে কিভাবে তার স্বপক্ষের প্রমাণ হিসাবে আনলেন তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

(৮) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ
শেফায়োল আলিলের ১৬২ পৃষ্ঠায় আছে

نص الخانية : إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس و لاجير مثله في ظاهر الرواية.

কাজীখানের রেওয়ায়েতে আছে, যদি কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে ফরজ হজ্ব আদায় করার জন্য এক ব্যক্তিকে চাকর নিয়োজিত করে। তবে কারারুদ্ধ ব্যক্তির হজ্ব জায়েয হইয়া যাবে যদি সে ব্যক্তি কারাগারে থাকাকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। আর চাকরকে উহার তুল্য উজরত দেওয়া হইবে। ইহা জাহেরে রেওয়ায়েত।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা
এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. যদি উদ্ধৃত কিতাবের নাম সঠিক মেনে নেওয়া হয় তাহলে ১৬২ নং পৃ. উল্লেখ করে ভুল করেছেন। কেননা শিফাউল আলীল হলো নিছক ৫৭ পৃষ্ঠার একটি রিসালা ১৬২ পৃ. আসবে কোত্থেকে।

২. যদি পৃষ্ঠা নং ঠিক ধরা হয় তাহলে কিতাবের নাম উল্লেখে ভুল করেছেন। কারণ ১৬২ নং পৃষ্ঠা শিফাউল আলীলের নয় বরং মাজমূয়ায়ে রাসায়েলে ইবনে আবেদীনের। অর্থাৎ উক্ত ইবারতটি মাজমূয়ায়ে রাসায়েলে ইবনে আবেদীনের ১৬২ নং পৃষ্ঠা ৭ নং রিসালা শিফাউল আলীলের মধ্যে রয়েছে।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান
এই রিসালার পূর্ণ নাম হল

شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل.

লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. ফিকহের মুতূন অর্থাৎ আসল কিতাবসমূহের পরেই এই রিসালার মান।

(২)اپنے فتاوی اور فقہی تحریروں کو باوزں بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم کتابوں کا حوالہ دیتے وقت درجہ بندی کا لحاظ رکھیں- مثلا پہلادرجہ- فقہ کی اصل کتابیں مثلا شامی، بدائع او البحر و غیرہ-

دوسرا درجہ- وہ رسائل جو کسی خاص موضوع کی تحقیق پر مبنی ہوں مثلا رسائل ابن عابدین، رسائل ابن نجیم، جواہر الفقہ، فقہی مقالات الخ- فتوی نویسی کے رہنما اصول ص-১১১

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

মরহুম লেখক উদ্ধৃত ইবারতটি উল্লেখ করে বলেন, তৎপরে আল্লামা শামী রহ. উক্ত হজ্বের ইজারা বাতিল প্রমাণ করার সাধ্য সাধনা করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন, ইজারা বাতিল হইলে, যে টাকাগুলি বদলা হজ্ব আদায়কারীকে দেওয়া হইয়াছে, উহার আদা-প্রদান হারাম হইয়াছে। দাতা-গ্রহীতা গোনাহগার হইয়াছে, এইরূপ হারাম অর্থের দ্বারা হজ্ব জায়েয হইল কীরূপে? ইহার সন্তোষজনক জওয়াব আল্লামা শামী ও চট্টগ্রামী মাওলানার নিকট চাহিতেছি।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়

১. মরহুম লেখকের উক্ত ইবারত দ্বারা দলীল হওয়া কোন মতেই সহীহ হয়নি। কেননা আল্লামা শামী রহ. আল আশবাহ ওয়ান নাযায়েরের একটা ভুল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি যে মাস` আলা খানির দিকে নিসবত করেছেন সেটা সহীহ নয়। অতঃপর তার কারণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। তো পূর্বাপর ইবারত বাদ দিয়ে শুধু মাঝের ইবারতকে দলীল হিসাবে নিয়ে আসা মারাত্নক খেয়ানত। সাথে সাথে এটা আল্লামা শামী রহ. এর প্রতি একটি মিথ্যা অপবাদ আরোপ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন এবং মাফ করুন।

২. হজ্বের বদলের জন্য টাকার আদান-প্রদান হারাম হলে তার দ্বারা আবার হজ্ব সহীহ হয় কীভাবে এ সম্পর্কে আল্লামা শামী রহ. একটু পরেই আলোচনা করেছেন। (মরহুম লেখক হয়তো পরের আলোচনাটুকু পড়েও দেখেননি। তাই তার মনে এ আপত্তি উঠেছে, অথবা পড়েও নিজ দাবীর বিপক্ষে হওয়ায় তা থেকে এড়িয়ে গেছেন।)

শামী রহ. স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ইজারা বাতিল হবে কিন্তু ইজারার হুকুম থাকবে। তাই ইজারার যে পরিমাণ টাকা খরচ হবে সে পরিমাণ টাকা আমের তথা নির্দেশ দাতাকে ফেরত দিতে হবে।

শামী রহ. আরো বলেন, কাযীখানের মধ্যে اجر مثله দ্বারা যে সাধারণভাবেও এটা বুঝে আসে। কেননা ইজারাই যদি সহীহ হত তাহলে اجر مثله বলা হত না, তখন তো তাদের পারস্পারিক নির্ধারিত উজরতই দিতে হবে।

قال وقد استشكل كلام قاضيخان المحقق ابن الهمام وذكر أن النفقة لاتصير ملكا للحاج لأنه لوملكها لكان بالاستئجار وهو لايجوز على الطاعة إلى أن قال : فما في قاضيخان مستشكل

لاجرم ان الذى في كافي الحاكم الشهيد وله نفقة مثله هو العبارة المحررة و زاد ايضاحها في المبسوط قال : وهذه النفقة ليس مستحقها بطريق العوض بل بطريق الكتابة. هذا وانما جاز الحج عنه لانه لما بطلت الاجارة بقي الامربالحج فيكون له نفقة مثله انتهى كلام الكمال قلت : فهذا نص الكمال على بطلان الاجارة وخالفه قاضي خان ون باشارته رسائل ابن عابدين : ১/১৬২

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. কাযীখানের উক্ত ইবারতের উপর প্রশ্ন করে বলেন, হজ্বের খরচ হজ্বকারীর মালিকানা হবে না, কেননা হজ্বের খরচ যদি বদলী হজ্বকারীর মালিকানাই হয় তাহলে ইজারা বিশুদ্ধ হবে। অথচ ইবাদতের উপর ইজারা সহীহ হয় না। সুতরাং কাযীখানের বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষ করে হাকিম শহীদ রহ. কর্তৃক লিখিত কাফীর মধ্যে যে ইবারত আছে وله نفقة مثله (সে ব্যয়িত খরচ পাবে) সেটিই সংস্কৃত ইবারত। মাবসূত কিতাবে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই ব্যয়িত খরচ বিনিময় হিসাবে পাচ্ছে না, বরং খরচ হিসাবে পাচ্ছে। বাকী হজ্ব জায়িয হয়েছে এ হিসাবে যে, ইজারা যখন বাতিল হয়ে গেলতখন স্থান নির্দেশকারীর পক্ষ থেকে শুধু হুকুমটাই রয়ে গেল। সুতরাং ব্যয়িত খরচ পাবে। তো কামাল ইবনুল হুমাম রহ. স্পষ্ট বলে দিয়েছেন বদলী হজ্বকারীর ইজারা বাতিল হওয়া সম্পর্কে। (রাসাইলে ইবনে আবেদীন, ১৬২ পৃ.)

(৯) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১০৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

শেফাউল আলিল, ১৬৪ পৃষ্ঠা.

قد مر في عبارة الامام العيني عد الحج والغزو من جملة مايجوز الاستئجار عليه.

ইমাম আয়নির ইবারত উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি হজ্ব ও জেহাদের উজরত লওয়া জায়েয বলিয়াছেন।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

এই ইবারতটি মাজমুআয়ে রাসায়েলে ইবনে আবেদীনের ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় ৭ নং রিসালা শিফাউল আলীল এর মধ্যে রয়েছে।

তবে এ ইবারতের শুরুতে فان قلت (অর্থাৎ যদি আপনি প্রশ্ন করেন) উল্লেখ আছে। এটাকে মরহুম লেখক উল্লেখ করেননি। কেননা এতে তার গোমর ফাস হয়ে যাবে। কারণ উক্ত কিতাবে যে প্রশ্নের স্পষ্টভাবে খণ্ডন করা হয়েছে সেই প্রশ্নকেই তিনি দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান সম্পর্কে পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. জবাব ও পর্যালোচনা

মরহুম লেখক যে কিতাব থেকে হাওয়ালা নকল করেছেন সে কিতাবেই এর বিস্তারিত জবাব লিখিত আছে এবং জবাব দেওয়ার জন্যই মূলত আল্লামা শামী রহ. এই ইবারত উল্লেখ করেছেন। (যদিও মরহুম লেখক সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি।

আল্লামা শামী রহ. বলেন, হজ্ব সম্পর্কে আলোচনা তো তুমি ইতিপূর্বে জানতে পেরেছে। অর্থাৎ তিনি উক্ত কিতাবের ১৬২ নং পৃষ্ঠায় এর জওয়াব উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

لان الاجارة على الحج غير صحيحة باتفاق أئمتنا وانما جازت الحجة عن المستاجر لانه لمابطلت الاجارة بقي الامر بالحج وقد نواه الفاعل عن الامر. رسائل ابن عابدين১৬২/১

অর্থঃ কেননা হজ্বের জন্য কাউকে ইজারা নেওয়া আমাদের সকল ইমামদের ঐক্যমতে বাতিল, তবে ইজরা গ্রহণকারীর হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে, কেননা যখন ইজারা বাতিল হল তখন ইজারা গ্রহীতার পক্ষ থেকে শুধু নির্দেশ রয়ে গেল। এদিকে হজ্ব কারীর নির্দেশ প্রদানকারীর পক্ষ থেকেই নিয়ত করেছে। এজন্য তা সহীহ হয়ে যাবে। এজন্যই এ লোক তার খরচটা শুধু পাবে। (দেখুন ১:১৬২ পৃষ্ঠা)

আর জিহাদের বিনিময় নেওয়া জায়িয জরুরতের কারণে। আর আলোচ্য মাস'আলায় কোন জরুরত নেই। সুতরাং তার উপর কিয়াস করা যাবে না।

(১০) মরহুম লেখক তার বইয়ের ১১৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন

স্বয়ং আল্লামা শামী রহ. শেফায়োল আলিলের ১৮০ নং পৃষ্ঠায় লিখিয়েছেন

ولوسلم ماقاله الحدادى يحمل على ان غرض الموصي ان موضع القران تنـــزل فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون الاجرة بمقابلة ذلك التعب لانه سبب لنـــزول الرحمة على القبر واستئناس الميت به.

অর্থঃ হাদ্দাদীর কথা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে উহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিত হইবে যে, অসিয়তকারীর উদ্দেশ্য এই যে, কোরান পাঠ স্থানে রহমত নাজেল হইয়া থাকে, ইহাতে মৃতের ও তৎপার্শ্ববর্তী লোকদের উপকার হইয়া থাকে। কাজেই পরিশ্রম করার পরিবর্তে বেতন দেওয়া হইবে। কেননা উহাতে গোরের উপর রহমত নাযেল হইয়া থাকে এবং মৃতের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

ক. হাওয়ালার বাস্তবতা

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় :

১। মরহুম লেখক দাবী করেছেন যে, উল্লেখিত ইবারত স্বয়ং শামী রহ. এর ইবারত, কিন্তু সহীহ কথা হল ইবারতটি তাবঈনুল মাহারিমের লেখক আল্লামা সিনানুদ্দীন ইউসুফ রহ. এর ইবারত।

২। আল্লামা শামী রহ. তাবঈনুল মাহারিমের উক্ত ইবারত সংশ্লিষ্ট আরো ইবারত উল্লেখ করেছেন, উজরত জায়িয হওয়ার পক্ষে আল্লামা হাদ্দাদী রহ. এর লিখিত একটি বক্তব্য খন্ডন করার জন্য। কিন্তু মরহুম লেখক তার অভ্যাসমত এখানেও খেয়ানতের আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ সিনানুদ্দীন ইউসুফ রহ. এর পূর্ণ কথা উল্লেখ না করে, বরং তার কথার মাঝের এক খন্ডাংশ উল্লেখ করে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতের উজরত জায়িয হওয়ার স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। নিম্নে পুরো ইবারত উল্লেখ করা হলঃ

فاعلم أن الحدادى و أمثاله مقلدون لايقدرون على الاستنباط ولاعلى إخراج الصحيح من الفاسد بل هم ناقلون و لم ينقلوا هذه المسئلة عن أئمتنا المجتهدين بل المصرح منهم عدم الجواز مع أنه مخالف للأصول، قال في الاختيار ومجمع الفتاوى : واخذ شيئ للقران لايجوز لانه كالأجرة، فإذا نفى الجواز عن مشابه الأجرة فكيف عنها، و في الخلاصة أوصى لقارئ القران عند قبره بشئ فالوصية باطلة وكذا في التاترخانية عن المحيط، وفيها والصحيح أنه لايجوز وان كان القارئ معينا وهكذا قال ابو نصر و كان يقول : لامعنى لهذه الوصية ولصلة القارى لقرائته، لأنه بمنـــزلة الأجرة وهي باطلة وبدعة، وقال تاج الشريعة في شرح الهداية : إن القران بالأجرة لايستحق الثواب لاللميت ولاللقارى.

وقال العيني في شرح الهداية : و يمنع القارى للدنيا والأخذ والمعطي آثمان، فلم يكن ما اختاره الحدادى هو المختار لأن المعتمدين من أصحابنا ذهبوا إلى خلافه. وكتاب القنية مشهور عند العلماء الثقات بضعف الرواية مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدى معتزليا وكلامه مخالف لأصولنا ولوسلم ماقاله الحدادى يحمل على أن غرض الموصي أن موضع القران تنـــزل فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون الأجرة بمقابلة ذلك التعب لأنه سبب لنـــزول الرحمة على القبر واستئناس الميت به و لم توجد هذه المعاني إذا قرأ بعيدا عن القبر وقرأ للحي كل يوم في مكان خصوصا إذا لم يكن المقرى حاضرا ولايقاس على مايقرأ عند القبر إذ لا فائدة للمعطي في إتعاب نفس القارى بل مراده وصول الثواب إليه ولاثواب في هذا التعب والقراءة كما ذكرناه عن تاج الشريعة....

والحاصل أن ماشرع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لاجواز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة، فأنى يصل الثواب إلى المستاجر، ولولا الأجرة ماقرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا

القران العظيم مكسبا و وسيلة إلى جمع الدينا، إنا لله وإنا إليه راجعون انتهى. هذا ملخص ما رأيته في تبيين المحارم . (شفاء العليل من رسائل ابن عابدين(১/১৮০

খ. উদ্ধৃত গ্রন্থের মান সম্পর্কে পিছনে আলোচনা হয়েছে।

গ. জবাব ও পর্যালোচনা।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

১. তাবঈনুল মাহারিমের লেখক আল্লামা সিনানুদ্দীন ইউসুফ রহ. আল্লামা হাদ্দাদী রহ. এর একটি বক্তব্য খণ্ডন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারই একটি ছোট্ট অংশ হল উল্লেখিত ইবারত। আল্লামা হাদ্দাদী রহ. এর এই ইবারত ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ করা হয়েছে

اختلفوا في الاستئجار على قراءة القران عند القبر مدة معلومة قال بعضهم يجوز وهو المختار وقال بعضهم لايجوز (كذا في السراج الوهاج .8/889)

যা মরহুম লেখক ৬ নং দলীল হিসাবে ইতোপূর্বে পেশ করেছেন। আমরা তার বিস্তারিত জবাবও দিয়েছি। সেখানে বলা হয়েছে, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, কোন কোন মাস` আলা বর্ণনা করতে গিয়ে ২০টি কিতাব ঐক্যমত অথচ ঐ মাস` আলা ভুল। তন্মধ্যে শুধু তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করার মাস` আলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে হাদ্দাদী রহ. কৃত আস সিরাজুল ওয়াহহাজ এবং আল জাওহারার সংকলক এটাকে জায়িয বলে উল্লেখ করেছেন। আর পরবর্তী অধিকাংশ মুসান্নিফ তাদের অনুসরণ করে ভুলের শিকার হয়েছেন...। (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী, ৬২)

২. রাসাইলে ইবনে আবেদীন সূত্রে উপরে বর্ণিত তাবঈনুল মাহারিমের লেখক আল্লামা সিনানুদ্দীন রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যের আলোকে উক্ত ইবারতের জবাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে তা সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হলঃ আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, সংশ্লি¬ষ্ট ইবারতসহ উক্ত ইবারতের উদ্দেশ্য হলঃ কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ তো সুস্পষ্টরূপে নাজায়িয, তথাপি হাদ্দাদ রহ. এর কথা যদি মেনেও নেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, কবরের পাশে বসে তিলাওয়াত করার কারণে কবরে রহমত অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা মুর্দার ফায়েদা হয়। তাই তিলাওয়াতকারী যে কষ্ট করে মুর্দা ব্যক্তিকে ফায়েদা পোঁছাল তিলাওয়াতকারী সে কষ্টের বিনিময় গ্রহণ করবে (তিলাওয়াতের বিনিময় নয়, কিন্তু যদি কবর থেকে দূরে বসে তিলাওয়াত করে তাহলে তো এই ফায়েদা হয় না। তাইলে সেক্ষেত্রে উজরত জায়িয হয় কীভাবে?

উপরন্তু আল্লামা শামী রহ. সিনানুদ্দীন রহ. এর এ বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, সিনানুদ্দীন রহ. মূলত এই উত্তর প্রদান করেছেন কথার কথা হিসাবে। নতুবা তার

এই বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। কেননা তার এই কিতাবে আমাদের ইমামগণের যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে এটা তার বিপরীত। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১:১৮০)

ভাবতেও অবাক লাগে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যেখানে কুরআন তিলাওয়াতের উজরত নাজায়িয হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেখানে সমস্ত দলীল বাদ দিয়ে এমন কাটছাঁট করা একটি ইবারত মরহুম লেখক কেন গ্রহণ করলেন? তা আমাদের বুঝে আসে না। আল্লাহ মাফ করুন।

পরিশিষ্ট

মোটকথাঃ মৃত ব্যক্তিকে সাওাব রেসানীর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত বা যিয়ারত করে তিলাওয়াত বা যিয়ারতের বিনিময় গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয এবং হারাম। এ বিষয়টি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত। এর বিপক্ষে উত্থাপিত সকল দলীল-প্রমাণ হয়তো অগ্রহণযোগ্য কিতাব বা ব্যক্তি থেকে সংগৃহীত, অথবা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির এমন সব কথাবার্তা যেগুলো শরী'আতের পরিভাষায় যাল্লাত, হাফওয়াত এবং রুখছত তথা স্খলন, ত্রুটি এবং ভ্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। যা বড় বড় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব থেকেও হতে পারে। কারণ তারাও মানুষ আর কোন মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

যাল্লাত, হাফওয়াত এবং রুখছতের হুকুম এই যে, এগুলোর ওপর আমল করা জায়িয নেই বরং এগুলোর উপর আমল করলে গোমরাহ হওয়ার চরম আশঙ্কা রয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উক্তি নিম্নে পেশ করা হলঃ

(১)قال الامام الاوزاعي : من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام . (السنن الكبرى ١٠/٢١١)

ইমাম আউযাঈ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের অতি দুর্লভ কথা-বার্তা গ্রহণ করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (আসসুনানুল কুবরা ১০:২১১ পৃ.)

(২)وأسند ابن عبد البر إلى سليمان التيمي العالم الحجة العابد أنه قال : لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وعلق عليه ابن عبد البر بقوله : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. (جامع بيان العلم(٢/٩٠

সুলাইমান তাইমী রহ. বলেন, যদি তুমি সব আলেমের অবাকশমূলক কথা-বার্তা গ্রহণ কর, তাহলে তোমার মধ্যে সব মন্দের সমাবেশ ঘটবে। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, এটা সর্বসম্মত অভিমত, এতে কোন মতভেদ নেই। (জামিউ বয়ানিল ইলম, ২:৯০)

(৩)وفي شرح علل الترمذى لابن رجب عن ابراهيم بن أبي عبلة احد شيوخ الامام مالك : من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا وقال معاوية بن قرة : إياك والشاذ من العلم. (شرح علل الترمذى(১/৪১০

ইবরাহীম ইবনে আবী আবলাহ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের পদস্খলনমূলক মত গ্রহণ করে সে অনেক মন্দ একত্রিত করে। হযরত মু'আবিয়া ইবনে কুররাহ রহ. বলেন, তুমি নিজেকে উলামায়ে কেরামের পদস্খলনমূলক মত গ্রহণ করা থেকে দূরে রাখ। (শরহু ইলালিত তিরমিযী, ১:৪১০)

(8)ونقل العلامة الكوثرى رحمه الله تعالى في تعليقاته على ذيول تذكرة الحفاظ كلمة ابن عبلة بلفظ من تبع شواذ العلماء ضل (ذيول التذكرة صـــ(৭৮

আল্লামা কাউসারী রহ. ইবরাহীম ইবনে আবী আবলাহ রহ. এর কথাকে এভাবে নকল করেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের পদস্খলনমূলক কথাবার্তা অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।

(৫) قال الإمام يحيى بن سعيد القطان : لو أن إنسانا اتبع كل مافي الحديث من رخصة لكان به فاسقا. العلل لاحمد ১/২১৯

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্বান রহ. বলেন, যদি কোন মানুষ হাদীসে বর্ণিত সব রুখছত বা অবকাশের উপর আমল করে তাহলে সে এর কারণে ফাসেক হবে। (ইমাম আহমদ কৃত ইলাল, ১:২১৯)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একথাগুলো বুঝে বিশুদ্ধ আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত